বসুমিত্রের
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর
নিবেদন

গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু প্রযোজিত বসুমিত্রের আবোল তাবোল

উল্টোরথ

চরিত্র লিপি

ডাঃ মিস্ কুমুদ	শিপ্রা দেবী	দন্ত্য 'স' বা সমীরণ	শিশির মিত্র
বর্গে 'জ' বা জীবন	পাহাড়ী সান্যাল	বিন্ধ্যবাসিনী	মলিনা দেবী
ইলা	রেণুকা রায়	রায় সাহেব	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নীরদা সুন্দরী	তারা ভাদুড়ী	গাড়োয়ান	নবদ্বীপ হালদার
চোর	পশুপতি কুণ্ডু	দারোগা	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
'বলাই চাটুয্যে'		বারীন্দ্রনাথ দাশ	

অয়স্কান্ত বক্সীর ডাঃ মিস কুমুদ' অবলম্বনে চিত্ররূপ ও সংলাপ

গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু

সঙ্গীত পরিচালনা সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অমল কুমার বসু

চিত্রশিল্পী	শচীন দাসগুপ্ত	সহকারী পরিচালক	বিজন চক্রবর্তী
শব্দযন্ত্রী	পরিতোষ বসু	চিত্র পরিস্ফুটক	জগৎ রায়চৌধুরী
শিল্প নির্দেশক	নির্মল বর্মণ	রূপসজ্জাকর	সুধীর দত্ত
সম্পাদক	অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়	আলোক সম্পাতকারী	বিমল দাস

চিত্রশিল্পে সহকারী : বিমল কুশারী ব্যবস্থাপনা:—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

সুধাংশু ঘোষ চুনীলাল চট্টোপাধ্যায় চিত্র পরিস্ফুটনে সহকারী : নিরঞ্জন সাহা জগবন্ধু বসু

শব্দ গ্রহণে : দুর্গা মিত্র, জগদীশ চক্রবর্তী রূপসজ্জায় ,, : সন্তোষ ও সুরেশ

সম্পাদনায় : অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ব্যবস্থাপনায় ,, : ক্ষিতীশ নাগ, জীতেন সিংহ রায়

অর্কেস্ট্রা — সুরশ্রী

দক্ষিণেশ্বর ইস্টার্ণ স্টুডিওতে গৃহীত

পরিবেশক—বোম্বে পিকচার্স কর্পোরেশন

১১এ, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা

গুরুদাসের স্ত্রী মলিনা, তাঁর ছিল এক দূর সম্পর্কের বোনঝি, রেণুকা। সেই রেণুকার ছিলো একটি অতি নিকট সম্পর্কের স্বামী, পাহাড়ী। পাহাড়ীর ছিলো একটি অন্তরঙ্গতর বন্ধু শিশির। আর রেণুকার ছিলো একটি অন্তরঙ্গতম বান্ধবী শিপ্রা। রেণুকার অসুখ— যার ইতিহাস নেই বলে কোনো চিকিৎসাও নেই। রেণুকা হাওয়া বদলাতে কারমাটার যাবে। পিসতুতো মাসীর বাড়ী। একা থাকবেন কি করে? তাই সেখানে বেড়াতে যাবার নেমন্তন্ন এলো ডাঃ মিস কুমুদেরও— অর্থাৎ শিপ্রার। পাহাড়ী প্রমাদ গুণেছিলো; তাই সেও আমন্ত্রণ করেছিলো তার সাহিত্যিক বন্ধু শিশিরকে, বেজায়গার এ্যাডভেঞ্চার যাতে তাকে বেসামাল করে তুলতে না পারে। অতএব এক বর্ষণ ঝর ঝর সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোলো শিপ্রা— এমন একটি গাড়িতে চেপে যা তার গাড়োয়ান নবদ্বীপের কল্যাণে চলে উল্টোপথে। সেই উল্টোপথ চলার জন্য ঠিকানা ভুল করেও আসল বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লো শিপ্রা।

কিন্তু সেখানে তার আগেই এসে পড়েছে শিশির। দুজনেই বিভ্রান্ত। বাড়ীতে কেউই নেই। নিরুপায় রাতটি কাটাতে গিয়ে সেখানেই— রাত্তিরে কাপড় জামা চুরী হয়ে গেল শিপ্রা ও শিশির দুজনেরই— পরের দিন ভোরের সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত রায়সাহেব হৃদয়বল্লভ, অর্থাৎ গুরুদাস এবং তাঁর স্ত্রী মলিনা। তাঁদের সন্দেহ হোলো বাড়ীতে নিশ্চয় চোর এসেছে। মলিনা আবিষ্কার করলো বাড়ীর বিগ্রহের গলার হীরের হার চুরী হয়ে গেছে। বজ্রাঘাতের পরিমাণ যে মাথায় বেশী হোলো, সেই মাথাটি শিশিরের। ওদের কেউ এখানে চেনেনা। আসল পরিচয় দিলে ডাকসাইটে রিটায়ার করা ডেপুটি গুরুদাসের অনুগ্রহে হাজত বাস বা পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তা ছাড়া শিপ্রার সঙ্গে একলা বাড়ীতে রাত কাটানোর কাহিনী সর্বসাধারনের মধ্যে জানা-জানি হয়ে যাওয়া খুব উপভোগ্য ব্যাপার হবে না। অগত্যা নিরুপায় শিশির তার নিজের পরিচয় দিলো পাহাড়ী বলে, আর শিপ্রার পরিচয় দিলো রেণুকা বলে। শিশিরের মুস্কিল-আসান 'সাময়িক স্ত্রী' হতে শিপ্রার নিতান্ত আপত্তি,—সে নির্বাক নিরুপায় প্রতিবাদে মূর্চ্ছিত হোলো। উপস্থিত হোলো রেণুকা সে নিজেকে রেণুকা বলেই পরিচয় দিলো। স্টো মানতে রাজি নয় গুরুদাস আর মলিনা। শেষপর্য্যন্ত এই পরিচয়ের জটিল জট পাকিয়ে যাওয়া সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যাত্রাবদল করতে হোলো শিশির আর শিপ্রাকে, সেই একটা অদ্ভুত হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে এই যাত্রা বদলের ইতিহাস নিয়েই তৈরী হোলো উল্টোরথ—

উল্টোরথ

১

শ্রাবণের আকাশে পথিক মেঘের দল এলো এলোরে,
এ কোন পাগল আজ ছাড়া পেল রে ॥
কেতকীর গন্ধে যে চিত্ত ভরে'
মন বনে শিখী আজ নৃত্য করে
এ বাদল নিশি যায়,
জানিনা কি মন চায়,
পুলকে পরাণ খানি গিয়াছে ভরে।

২

ঘুমের কাজল চোখের মৃদু ছায় রে,
সোনার বরণ স্বপনখানি আয়রে,
স্বপ্নলোকের কল্পলোকের ফুল,
উঠুক ফুটে রাঙ্গিয়ে রে তোর ভুল,
নয়ন যে আজ স্বপন শুধু চায় রে ॥
ধূলার বুকে এস গো চাঁদ তুমি,
স্বপন ছায়ে চোখের কালি চুমি,
ঘুমের হাওয়ায় পরাণ ভেসে যায় রে ॥

শি প্রা র গা ন

৩

ধন্য রঙ্গ হে অনঙ্গ চির প্রণম্য হে,
বন্ধন করি বন কুরঙ্গে করিলে ধন্য হে।
কুসুম শায়কে বিধিঁছ যে দুটি প্রাণ
প্রেমের প্রলেপ তাদের করিও দান
সার্থক করো এ মহা মিলন চির বরেণ্য হে।

৪

কতক লোকের কথায় কতক নেশার ঝোঁকে
শেষে বিয়ে করে দাদা গিয়েছি ঠকে।
কইতে নারি দাদা সইতে নারি
সিন্ধুবাদের বোঝা বইতে নারি
শুধু সর্ষে ফুল ধোঁয়া দেখি যে চোখে ॥
যৌবনেরি মৌবনেতে ফুল জাগানোর খবর নিয়ে
হটাৎ সেদিন মৌমাছিরা শুনিয়ে গেল
গুণ গুণিয়ে।
ও কিছু নয় — এমনটা হয়—
বিয়ে করো বললে লোকে
যেন সাপের চোখে সাঁতার পানি বইলো সেদিন
ব্যাঙের শোকে ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে বিয়ে করে আনলাম কনে
লক্ষ্মী যেন উদয় হলেন এসে মনের কমল বনে।
অনুরোধে পড়ে সেদিন গিললাম ঢেঁকি
দেখলো লোকে
ছিল ঢেঁকি হ'ল কুমীর ঘর করি আজ
বরাত ঠুকে
কিছুতেই তার মন সরে না
যতই আনি পেট ভরে না।
উঠতে বসতে শতেক খোয়ার সে খবর ত—
কেউ করে না।
এরা যেন চখাচখি হাসি মুখে বলে লোকে
আমি জানি মনে মনে, আমায় ধরেছে
কাল ছিনে জোঁকে।

৫

সখিরে, তুমি হে গলার ফাঁসি,
সেই ফাঁস পরে আমি করি হাঁস ফাস
ফাঁসি যেতে তবু ভালবাসি।
তোমার বেণীর নাগিনী গলাতে জড়ায়ে
ফাঁসি যেতে আমি ভালবাসি।

পা হা ড়ী র পা ন

আহা, বাঘা তেঁতুলের দাপটে কাহিল,
বুনো এ ওলের হিম্মা,
পাঁজর কাটিয়া ঝাঁজর করেছ, তবু বলি মরমিয়া-
তবু বলি আমি মরমিয়া, আমি তবু বলি,
নিতি নিতি হয় এই ঢলাঢলি, মরমিয়া
তবু বলি—
প্রেম করে করে হাড় হ'ল কালি,
হৃদয় হ'লনা খালি,
চোখের আড়াল করিনা বলিয়া, হয়েছি
চোখের বালি।

নিউ হাফটোন লিমিটেড, ১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।